

ভূমিকা :

মূল্য সংযোজন কর আইন, বিধিমালা, প্রজ্ঞাপনসমূহ এবং জারীকৃত আদেশসমূহ সংকলিত অবস্থায় পুস্তকাকারে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ছাড়াও আইনজীবী ও লেখকগণ প্রকাশ করে বাজারে সহজপ্রাপ্য রাখছেন। কিন্তু আইন, আদেশ ও বিধানাবলী ক্ষেত্র বিশেষে সাধারণে সহজবোধ্য নাও হতে পারে। অথচ স্বচ্ছ জ্ঞানের অভাবে অনেক করদাতা যথাযথভাবে কর প্রদান করতে পারেন না। করদাতা এবং ক্রেতা সাধারণকে কর প্রদান ও কর আদায় নিশ্চিত করতে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সহজবোধ্যভাবে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক, টার্নওভার কর ও আবগারী শুল্ক সম্পর্কীয় গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ে নিম্নবর্ণিত পুস্তিকাসমূহ প্রণয়ন করেছে :

- পুস্তিকা নং-১ : মূসক বিষয়ে সাধারণ জ্ঞাতব্য
পুস্তিকা নং-২ : নিবন্ধন
পুস্তিকা নং-৩ : টার্নওভার কর
পুস্তিকা নং-৪ : মূল্য ঘোষণা
পুস্তিকা নং-৫ : হিসাব পুস্তক ও দলিলাদি সংরক্ষণ
পুস্তিকা নং-৬ : চালানপত্র
পুস্তিকা নং-৭ : উপকরণ কর রেয়াত ও সমন্বয়
পুস্তিকা নং-৮ : দাখিলপত্র
পুস্তিকা নং-৯ : ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক
পুস্তিকা নং-১০ : মূসক ব্যবস্থায় ECR/POS ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১১ : মূসক ব্যবস্থায় স্ট্যাম্প ও ব্যান্ডরোল ব্যবহার
পুস্তিকা নং-১২ : ব্যাংকিং ও নন-ব্যাংকিং এবং বীমা সেবার ক্ষেত্রে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৩ : আমদানি পর্যায়ে মূসক পরিশোধ
পুস্তিকা নং-১৪ : মূসক ব্যবস্থায় রপ্তানি কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৫ : মূসক ব্যবস্থায় প্রত্যর্পণ কার্যক্রম
পুস্তিকা নং-১৬ : অপরাধ, শাস্তি ও আপীলের বিধান

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আশা করে যে, প্রকাশিত পুস্তিকাসমূহ পাঠে করদাতা ও ক্রেতা সাধারণ মূল্য সংযোজন কর আইন ও প্রয়োগ বিষয়ে সচেতন হবেন এবং তা সরকারের রাজস্ব আদায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

১। উপকরণ কি ?

মূল্য সংযোজন কর (মূসক) আইনে উপকরণ বলতে কোন মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তার পণ্য উৎপাদনে বা সেবা প্রদানে ব্যবহৃত কাঁচামাল, ল্যাবরেটরীর রি-এজেন্ট, ল্যাবরেটরী ইকুইপমেন্ট, ল্যাবরেটরী এক্সেসরিজ, মোড়ক সামগ্রী, সেবা, জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত যে কোন পদার্থ, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশকে বুঝায়।

এছাড়া কোন নিবন্ধিত ব্যক্তি কর্তৃক পাইকারী বা খুচরা ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিক্রয়ের বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত, ক্রয়কৃত, অর্জিত বা অন্য কোনভাবে সংগৃহীত পণ্যও উপকরণ। তবে শ্রম, ভূমি, ইমারত, স্থাপনা এবং উহাদের নির্মাণ বা রক্ষণাবেক্ষণ সামগ্রী, আসবাব পত্র, স্টেশনারী সামগ্রী, এসি, ফ্যান, জেনারেটর ক্রয়, স্থাপত্য নকশা, অফিস যন্ত্রপাতি, যানবাহন ক্রয় বা লিজ গ্রহণ ইত্যাদি পণ্য ও সেবা উপকরণ হিসেবে গণ্য হবে না।

২। উপকরণ কর কি?

নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আমদানীকৃত বা অন্য কোন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান থেকে উপকরণ ক্রয়ের ক্ষেত্রে উক্ত উপকরণের মূল্যের উপর যে মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ করা হয়, সেটাই উপকরণ কর।

৩। উপকরণ কর রেয়াত কি?

কোন মূসক নিবন্ধিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সরবরাহের বিপরীতে ১৫% হিসাবে প্রযোজ্য মূসক পরিশোধ করেন। উক্তরূপ মূসক দাখিলপত্রের ভিত্তিতে বা চলতি হিসাবের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। উক্ত পণ্য বা সেবা প্রস্তুতকালে ব্যবহৃত উপকরণ ক্রয়ের সময়ে উপকরণের উপর যে মূসক একবার তিনি প্রদান করেছেন, তা ঋণাত্মক সমন্বয় গ্রহণ করাকেই উপকরণ কর রেয়াত বলে।

উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, পণ্য/সেবা উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত/ক্রয়কৃত উপকরণের মূল্য ছিল ১০০/- টাকা। উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক -

এর পরিমাণ ১৫% হারে মোট ১৫/- টাকা। উক্ত উপকরণ দিয়ে উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় মূল্য যদি ১৩০ টাকা (মূসক ব্যতীত) নির্ধারিত হয়, তবে উক্ত উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ পর্যায়ে আরোপযোগ্য মূসক -এর পরিমাণ হয় ১৩০/- × ১৫%= ১৯.৫০/- টাকা। সুতরাং তার উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রকৃত পরিশোধযোগ্য মূসক -এর পরিমাণ দাঁড়াবে (১৯.৫০-১৫)=৪.৫০/- টাকা। আলোচ্য ক্ষেত্রে উপকরণ করে পরিমাণ ১৫/- টাকা, যা তার উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ/বিক্রয় পর্যায়ে প্রদেয় মূসক ১৯.৫ টাকার বিপরীতে সমন্বিত হয়েছে এবং সে কারণে নীট ৪.৫০ টাকা পরিশোধযোগ্য হয়েছে। এই সমন্বয়ই উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ।

৪। যেভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যায় :

নিবন্ধিত করদাতা তাঁর কর্তৃক আমদানিকৃত/ক্রীত উপকরণের উপর প্রদত্ত মূল্য সংযোজন কর তাঁর চলতি হিসাব রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করবেন। অতঃপর তাঁর কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার ক্ষেত্রে যে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয় হবে, তার বিপরীতে ইতোপূর্বে পরিশোধিত মূল্য সংযোজন কর রেয়াত বা সমন্বয় করতে পারেন। যারা চলতি হিসাব সংরক্ষণ করেন না, তাঁরা কর মেয়াদ শেষে, তাঁর কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে যে পরিমাণ মূসক পরিশোধযোগ্য বা প্রদেয় হবে, তার বিপরীতে উক্ত কর মেয়াদে মোট প্রদত্ত উপকরণ কর সমন্বয় বা রেয়াত গ্রহণ করে নীট প্রদেয় মূসক পরিশোধ করবেন এবং দাখিলপত্রে প্রদর্শন করবেন।

৫। কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে না?

নিম্নবর্ণিত প্রতিষ্ঠান উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবে না:

- টার্নওভার করে আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান;
- কুটির শিল্পের আওতায় তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান;
- মূসক হতে অব্যহতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান;
- সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের ভিত্তিতে সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান;
- নির্ধারিত ট্যারিফ মূল্যে মূসক পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠান এবং

- বার্ষিক নির্ধারিত টার্নওভারের ভিত্তিতে ব্যবসায়ী হিসাবে মূসক পরিশোধকারী প্রতিষ্ঠান।

৬। আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও আয়কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে কি না ?

উপকরণের উপর পরিশোধিত আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও আয়কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। তবে মূসক বিধিমালায় বিধি ১৯(৪) এর বিধান সাপেক্ষে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা রপ্তানি করা হলে আমদানি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক চলতি হিসাব খাতায় সমন্বয় করে উৎপাদ করে বিপরীতে সমন্বয় করা যাবে।

৭। উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল শর্তসমূহ :

- (১) রেয়াত গ্রহীতাকে মূসক নিবন্ধিত হতে হবে।
- (২) শুধুমাত্র উৎপাদ করে বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে।
- (৩) উপকরণ কর পরিশোধের বৈধ দলিল [রেয়াত গ্রহীতার নাম ঠিকানা ও মূসক নিবন্ধন সংখ্যা উল্লিখিত বিল অব এন্ট্রি বা মূসক-১১ চালানপত্র বা চালানপত্র বলে গণ্য দলিলপত্র] রেয়াত গ্রহীতার অধিকারে থাকতে হবে।
- (৪) ক্রয়কৃত উপকরণ সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদে নিজ ব্যবসা অঙ্গনে (Premise) সম্পূর্ণ পৌঁছানোর পর, উক্ত কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে। তবে, উপকরণ ক্রয়ের দলিল তার নিকট থাকা সত্ত্বেও যুক্তিসংগত কারণে একই কর মেয়াদে তার অঙ্গনে ক্রয়কৃত উপকরণ প্রবেশ করাতে ব্যর্থ হলে বা ভুলবশত একই কর মেয়াদে রেয়াত গ্রহণ না করলে পরবর্তী দু'টি কর মেয়াদের মধ্যে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে।
- (৫) মূল্য ঘোষণায় সংশ্লিষ্ট উপকরণের যথাযথ ব্যয় বিশ্লেষণ থাকতে হবে।
- (৬) ক্রীত উপকরণ রেয়াত গ্রহীতার অধিকারে না এসে অন্যের অধিকারে বা দখলে বা তত্ত্বাবধানে থাকলে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না।

- (৭) চলতি হিসাবে (মূসক-১৮) এবং মূসক ক্রয় রেজিস্টার (মূসক-১৬)-এর যথাযথ কলামে যথাসময়ে উপকরণ ক্রয় সংশ্লিষ্ট তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে।
- (৮) সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদের দাখিলপত্রে উপকরণ ক্রয় এবং রেয়াত গ্রহণের তথ্য প্রদর্শন করতে হবে।

৮। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না ?

নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না :

- (ক) অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক;
- (খ) টার্গেটভার কর প্রদানকারীর নিকট হতে ক্রীত-উপকরণের উপর পরিশোধিত টার্গেটভার কর;
- (গ) ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত সম্পূরক শুল্ক;
- (ঘ) প্রথমবার ব্যতীত পুনঃ ব্যবহারযোগ্য মোড়কের উপর পরিশোধিত মূসক;
- (ঙ) দালান-কোঠা, অবকাঠামো বা স্থাপনা নির্মাণ, সুসমীকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন, সম্প্রসারণ, পুনঃসংস্কারকরণ ও মেরামতকরণ, সকল প্রকার আসবাবপত্র, স্টেশনারী দ্রব্যাদি, এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, আলোক সরঞ্জাম, জেনারেটর ইত্যাদি ক্রয় বা মেরামতকরণ, স্থাপত্য পরিকল্পনা ও নকশা, যানবাহন ভাড়া বা লিজ গ্রহণ ইত্যাদির উপর পরিশোধিত মূসক;
- (চ) করযোগ্য পণ্য/সেবা উৎপাদন বা সরবরাহের সাথে সম্পৃক্ত, বিধি দ্বারা নির্ধারিত, বিভিন্ন পণ্য ও সেবা এবং তার উপর পরিশোধিত মূল্য সংযোজন করের হারের অতিরিক্ত মূল্য সংযোজন কর।
- (ছ) ভ্রমণ, আপ্যায়ন, কর্মচারী কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কাজে পরিশোধিত মূসক;
- (জ) পণ্যের করযোগ্য মূল্যভিত্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এমন উপকরণে পরিশোধিত মূসক;
- (ঝ) বার্ষিক নির্দিষ্ট মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে মূসক প্রদানকারী ব্যবসায়ী কর্তৃক ক্রীত উপকরণে পরিশোধিত মূসক;
- (ঞ) সংকুচিত মূল্যের ভিত্তিতে কর প্রদানে নিয়োজিত সেবা প্রদানকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক;

- (ট) ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে পণ্য সরবরাহকারী কর্তৃক ক্রীত উপকরণের উপর পরিশোধিত মূসক;
- (ঠ) ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে আমদানি শুল্ক স্টেশন হতে ছাড়কৃত উপকরণের ক্ষেত্রে, যে কারণে ব্যাংক গ্যারান্টি গ্রহণ করা হয়েছে, তা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক গ্যারান্টির অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট আমদানি পর্যায়ের মূল্য সংযোজন কর;
- (ড) পণ্য বা সেবার উপকরণের ক্রয়মূল্য এক লক্ষ টাকা বা তদুর্ধ্ব হলে এবং এর সমুদয় বা আংশিক ক্রয় মূল্য ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যতীত পরিশোধিত হলে, উক্ত ক্রয় মূল্যের উপর পরিশোধিত মূসক।

৯। কোন্ কোন্ সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উপকরণ কর সম্পূর্ণ/ পুরোপুরি রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না?

মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় কতিপয় সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধিত মূসক ১০০% রেয়াত গ্রহণ করা যাবে না। ঐ সকল ক্ষেত্রে নিম্নরূপ পরিমাণ মূসক উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত গ্রহণ করা যাবে :

- (ক) বীমা, গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর পরিশোধিত মূসকের ৮০ (আশি) শতাংশ।
- (খ) টেলিফোন, টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফ্রেইট ফরওয়ার্ড, ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টস, ওয়াসা, অডিট ও একাউন্টিং ফার্ম, যোগানদার, সিকিউরিটি সার্ভিস, আইন পরামর্শক, পরিবহন ঠিকাদার ও ঋণপত্রের উপর পরিশোধিত মূসক এর ৬০(ষাট) শতাংশ।

১০। আমদানি পর্যায়ে উৎসে কর্তৃত ৩% মূসক রেয়াত নেয়া যাবে কি?

বর্তমান (২০১০-১১) অর্থবছরে আমদানি পর্যায়ে ব্যবসায়ীদের উপর ইতোপূর্বে প্রযোজ্য ১.৫% ATV (Advance Trade VAT) বাতিল করে ব্যবসায়ীদের আমদানিকৃত পণ্যের উপর ৩% মূসক উৎসে কর্তন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এই ৩% মূসক আমদানি পর্যায়ে প্রদেয় ১৫% মূসকের অতিরিক্ত হিসাবে আদায়যোগ্য। মূলত: ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে তাঁদের আমদানিকৃত পণ্য পরবর্তীকালে সরবরাহের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ২০% মূল্য

সংযোজন (Value Addition) হবে- এই বিবেচনায় উক্ত সংযোজিত ২০% মূল্যের উপর ১৫% মূসক, অর্থাৎ মোট মূল্যের উপর ৩% মূসক উৎসে কর্তন/আদায় যোগ্য করা হয়েছে। একজন ব্যবসায়ী আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত/ কর্তিত উক্ত ৩% মূসক, আমদানি পর্যায়ের প্রদত্ত ১৫% মূসকসহ, রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসায়ীকে নিম্নবর্ণিত শর্ত পালন করতে হবে :

- তাঁকে তাঁর প্রকৃত মূল্য সংযোজনের পরিমাণের ভিত্তিতে বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট মূল্য ঘোষণা দিতে হবে।
- বিভাগীয় কর্মকর্তার অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতে ১৫% মূসক প্রদান করতে হবে।
- তাঁর সরবরাহ/বিক্রয়ের উপর প্রদেয় ১৫% মূসকের (উৎপাদ করের) বিপরীতেই উক্ত ৩% মূসক এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত ১৫% মূসকসহ, চলতি হিসাবে সমন্বয় করা যাবে। যদি প্রদেয় মূল্য সংযোজন কর অপেক্ষা গৃহীত রেয়াতের পরিমাণ বেশি হয় তবে অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ফেরত দাবী করা যাবে।
- রেয়াত গ্রহণের জন্য এবং প্রকৃত হারে মূসক পরিশোধের জন্য বিধি ২২ অনুযায়ী হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।

১১। সংকুচিত মূল্যের অধীন কোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহণকারী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মূসক রেয়াত নেয়া যাবে কি?

বর্তমানে মোট ২৮টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন নিবন্ধিত উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠান (যিনি নিজে একজন পণ্য বা সেবা প্রদানকারী) যদি উপকরণ হিসাবে উক্ত সংকুচিত ভিত্তিমূল্যের অধীন কোন সেবা গ্রহণকারীর নিকট হতে উক্ত সেবা গ্রহণ করে থাকেন এবং উক্ত সেবা যদি রেয়াত যোগ্য হয়, তাহলে তিনি তাঁর উৎপাদিত পণ্য বা সেবার বিপরীতে উক্ত কর্তিত মূসক উপকরণ কর হিসাবে রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই উৎসে কর্তিত মূসক, সরবরাহ প্রদানকারীর পক্ষে কর্তনের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারী কোষাগারে

জমা প্রদান করতে হবে এবং 'মূসক-১২খ' ফর্মে সেবা সরবরাহকারীর অনুকূলে প্রত্যয়ন পত্র জারী করতে হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, সংকুচিত মূল্যের অধীন সেবা প্রদানকারী উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন না।

১২। স্থানীয় সরবরাহ পর্যায়ে উৎসে কর্তিত ৩% মূসক রেয়াত নেয়া যাবে কিনা?

বর্তমানে উৎসে কর্তনের জন্য ৭ প্রকার প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করা হয়েছে। ২৮টি সংকুচিত মূল্য ভিত্তিতে মূসক পরিশোধকারী সেবার ক্ষেত্র ব্যতীত অবশিষ্ট সকল সেবা ও পণ্যের সরবরাহের ক্ষেত্রে ১৫% মূসক প্রযোজ্য। উক্ত ২৮টি সেবার ক্ষেত্র ব্যতীত কোন নিবন্ধিত পণ্য বা সেবা প্রদানকারী ১৫% মূসক প্রদান পূর্বক চালানপত্রসহ নির্ধারিত ৭ প্রকার উৎসে কর্তনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট তার উৎপাদিত পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলে, উৎসে কর্তনকারী সংস্থা সর্বমোট মূল্যের উপর ১৫% মূসকের অতিরিক্ত ৩% মূসক কর্তন করে রাখবেন এবং উক্ত কর্তিত মূসক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে জমা প্রদান করবেন এবং সেবা গ্রহণকারীকে 'মূসক-১২খ'-তে প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করবেন। উক্ত প্রত্যয়ন পত্রের ভিত্তিতে প্রকৃত পণ্য বা সেবা প্রদানকারী পরবর্তী করমেয়াদে উক্ত কর্তিত ৩% মূসক চলতি হিসাবে বা দাখিলপত্রের মাধ্যমে তার প্রদেয় করের বিপরীতে ঋণাত্মক সমন্বয়/ রেয়াত গ্রহণ করতে পারবেন। মনে রাখতে হবে যে, কর্তনকারী নিজে কর্তিত ৩% মূসক রেয়াত গ্রহণের অধিকারী হবেন না।

১৩। (১) কোন প্রতিষ্ঠান একই কাঁচামাল ব্যবহার করে ট্যারিফ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত পণ্য এবং ট্যারিফ মূল্য বহির্ভূত পণ্য উৎপাদন করলে কিভাবে উপকরণের উপর কর রেয়াত গ্রহণ করতে হবে?

(২) কোন প্রতিষ্ঠান একই কাঁচামাল ব্যবহার করে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্য এবং মূসকযোগ্য পণ্য উৎপাদন করলে কিভাবে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ করতে হবে?

১. কোন প্রতিষ্ঠানে একই রেয়াতযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করে ট্যারিফ মূল্যের অন্তর্ভুক্ত পণ্য এবং ট্যারিফ মূল্য বহির্ভূত পণ্য উৎপাদিত হলে, প্রথমে উপকরণের উপর পরিশোধিত সমুদয় উপকরণ কর, চলতি হিসাবের “রেয়াত” কলামে লিখে প্রদেয় উৎপাদ করের বিপরীতে রেয়াত গ্রহণ করতে হবে। পরে, প্রতি কর মেয়াদ শেষে উক্ত কর মেয়াদে ট্যারিফ মূল্যভুক্ত উৎপাদিত ও সরবরাহকৃত পণ্যে যে পরিমাণ উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে, সেই পরিমাণ উপকরণের উপর গৃহীত রেয়াত প্রযোজ্য নয় বিধায় চলতি হিসাব হতে তা কর্তন/বাতিল করতে হবে। তবে ট্যারিফ মূল্য ভিত্তিক আরোপযোগ্য আইটেমটি যদি রপ্তানি করা হয় তাহলে রেয়াত বাতিল করতে হবে না।

২. একইভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে একই রেয়াতযোগ্য উপকরণ ব্যবহার করে মূসকযোগ্য পণ্য উৎপাদন করার পাশাপাশি মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যও উৎপাদন করা হলে মূসক অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যের উৎপাদনে ও সরবরাহে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে গৃহীত রেয়াত একই পদ্ধতিতে চলতি হিসাব হতে কর্তন/বাতিল করতে হবে।

১৪। উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় উপকরণের Wastage-এর উপর রেয়াত গ্রহণ করা যাবে কি? এবং ব্যবহার অনুপযোগী উপকরণের ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণের বিধান কি?

উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগত কারণে উপকরণের অপচয়ের ক্ষেত্রে (মূসক-১ এ ঘোষিত উপকরণ উৎপাদ সহগ অনুযায়ী) রেয়াত গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু কোন কারণে ক্রয়কৃত উপকরণ উৎপাদনে ব্যবহার করা না গেলে বিধি ৪০-এ তে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী তা নিষ্পন্ন করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে গৃহীত রেয়াত বাতিল করতে হবে।

১৫। কোন উৎপাদিত পণ্য যদি সরবরাহের অনুপযোগী হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে রেয়াতের বিধান কি?

কোন উৎপাদিত পণ্য যদি দুর্ঘটনাজনিত কারণে বা অন্য কোন কারণে সরবরাহের পূর্বেই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বা নষ্ট হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সরবরাহ করা সম্ভব না হয়- অর্থাৎ উৎপাদ কর পরিশোধের অনুপযোগী হয়ে যায়, তবে দুর্ঘটনার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বিধি ৪১-এ বর্ণিত বিধান অনুযায়ী তা নিষ্পন্নের জন্য আবেদন করতে হবে এবং ঐ পণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণের ক্ষেত্রে গৃহীত রেয়াত আনুপাতিক হারে বাতিল করে চলতি হিসাবে সমন্বয় করতে হবে।

১৬। উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ বেশী বা মূল্য কম দেখিয়ে মূল্য ঘোষণা দিয়ে পরবর্তীতে বেশী রেয়াত গ্রহণ করলে প্রতিবিধান কিরূপ?

উপকরণ ব্যবহারের পরিমাণ বেশী বা উপকরণ মূল্য কম দেখিয়ে মূল্য ঘোষণা দিলে বা পরবর্তীতে উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও নতুনভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে উপকরণ মূল্য বৃদ্ধি করে মূল্য ঘোষণা না দেয়ার কারণে প্রাপ্যতার তুলনায় বেশী রেয়াত গ্রহণ করা হলে মূল্য ঘোষণা বহির্ভূত রেয়াতের অংশটুকু বাতিল হবে। তাছাড়া, জাল বা আইনগত ভিত্তিহীন চালানপত্রের মাধ্যমে বা অন্য কোনভাবে কোন মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে কোন রেয়াত গ্রহণ করলে উক্ত রেয়াত বাতিল ছাড়াও ধারা-৩৭ এর অধীন দণ্ডনীয় হবে।

এ পুস্তিকার কোন বক্তব্য বা পরিভাষা বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর আইন ও এর বিধিবিধানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হলে আইন ও বিধিবিধানের পরিভাষাই প্রাধিকার পাবে। এ বিষয়ে আরো কোন তথ্য জানার প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট মূসক স্থানীয় কার্যালয় (সার্কেল), বিভাগীয় দপ্তর, কমিশনারেটের সদর দপ্তর, নিকটস্থ মূল্য সংযোজন কর কার্যালয় বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মূসক অনুবিভাগের কোন কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, মূল্য সংযোজন কর অনুবিভাগ, রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৩০৬৬২, ৮৩৬১৪৩২, ৯৩৫২৫৩০, ৯৩৫৮৭২৮, ৮৩২২৬৯৯ পিএবিএক্সঃ ৮৩১৮১২০-২৬ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৬১৪৩
বৃহৎ করদাতা ইউনিট (LTU), মূল্য সংযোজন কর, ৬ষ্ঠ তলা, দ্বিতীয় ১২ তলা সরকারী অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।	ফোনঃ ৯৩৬২৯৬২, ৯৩৬২৯৬৩, ৯৩৬২৯৬৪, ৯৩৬২৯৬৫ ফ্যাক্সঃ ৯৩৬২৯৬০
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (দক্ষিণ) কমিশনারেট, ১৬০/এ, আইডিইবি ভবন (৪র্থ ও ৫ম তলা), কাকরাইল, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৩৫৫৯৬৪, ৯৩৩৭২৪৫, ৯৩৪০১২৪, ৯৩৫১৬৯৬ পিএবিএক্সঃ ৮৩১১৮১১-৪ ফ্যাক্সঃ ৮৩১৫৪৫৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, ঢাকা (উত্তর) কমিশনারেট, বাড়ী-০৬, সোনারগাঁও জনপথ রোড, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।	ফোনঃ ৮৯৬৩১১৫, ৮৯৬৩১১৬, ৮৯৬৩১১৮, ৮৯১১৬৪৯ ফ্যাক্সঃ ৮৯১৩৪৩৩
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, চট্টগ্রাম কমিশনারেট, সিজিও বিল্ডিং নং-১, আছাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম-৪১০০।	ফোনঃ ২৫২৪০৩৭, ৭২১৪৩২, ৭২৩১৩৩, ৭২৪০৮৬ ফ্যাক্সঃ ৭১৫৮০৮
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, রাজশাহী কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯৬, সেক্টর-০২, রাজশাহী হাউজিং এস্টেট, উপশহর, রাজশাহী।	ফোনঃ ৮৬১১০১, ৮৬১১০৫, ৮৬১১০৩, ৮৬১১০৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬১৭১৯
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, সিলেট কমিশনারেট, বাড়ী নং-১৯, রোড-১৪/২৪, ব্লক-ডি, শাহজালাল উপশহর, সিলেট।	ফোনঃ ২৮৩০৭৪১, ৮১০০৮৩, ৮১০০৮১ ফ্যাক্সঃ ২৮৩১৫৯৬
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, খুলনা কমিশনারেট, খালিশপুর, খুলনা।	ফোনঃ ৭৬১৭০৩, ৭৬২৪২৮, ৮৬১২১৬ ফ্যাক্সঃ ৭৬২৫৯৪
শুল্ক, আবগারী এবং মূসক, যশোর কমিশনারেট, ভোলা ট্যাংক রোড, যশোর।	ফোনঃ ৬৮৪৩৪, ৬৮৪৩৫ ফ্যাক্সঃ ৬৩৪০৫।